জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 20th May, 1953 | ১ম সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব ন তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছে মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁ উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবন নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখ হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারে

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডি

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

জঙ্গিপুর সংবাদের চত্বারিংশ (৪০শ) বর্ষ প্রবেশ

—•—

সন ১৩২১ সাল ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৪—২০শে মে বুধবার এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। আজ ১৩৬০ সাল ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯৫৩—২০শে মে বুধবার। ৩৯ বৎসর পর বাঙলা ইংরাজী তারিখ এবং বার একই পড়িয়াছে। আজ ৪০শ বর্ষ প্রবেশ দিবসে আমরা ভগবচ্চরণে সভক্তি প্রণাম করিয়া, আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও শুভার্থিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দেওয়ানী আদালতের আদেশে স্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করার উদ্দেশ্য লইয়াই "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশিত হয়। নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যয় সংকুলান করিয়াও ইহার প্রতিষ্ঠাতা যে যে কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিয়াছেন, তাহার ...স্তি দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও নিজেদের দুঃখ ...র মধ্যেও যে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া তুষ্টিলাভ করা ... তাহার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিগত ...র (১৯৫২) মাসে পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ... হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের উদ্বাস্তু ...ল (যতদিন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান না হয়, ...দিন) জঙ্গিপুর সংবাদের নিলাম ইস্তাহারের ...ংশ প্রদান করিবেন বলিয়া এ ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের ...ষ্ঠাতা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত যে প্রতিশ্রুতি দিয়া...লেন, এবং আনুমানিক ৪৫০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ ... বাৎসরিক সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া... । গত ছয় মাসে ২৩২৲ টাকা রাজ্যপালের ...প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাজ্যপালের প্রদত্ত রসিদগুলির অনুকৃতি প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

দুর্নীতি-মুদ্গার

—•—

উত্তর কলিকাতার টালা অঞ্চলে ছোট্ট একটি ক্লাব রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। ক্লাবের সভ্যগণ সত্যসত্যই সভ্য নামের যোগ্য। কেহই উচ্ছৃঙ্খল নয়, তবে অন্যায় সহ্য করিতে না পারা যদি অসভ্যতা হয়, তবে তাহারা সত্যপন্থী নামের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্লাবের সভ্যগণের মধ্যে ২১ বৎসর বয়স্ক সভ্যই সকলের "নরেন দা" কারণ সেই বয়োজ্যেষ্ঠ। অন্যান্য সব সভ্যই তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলে। রবীন্দ্র জন্মোৎসবের কয়েক দিন আগে ক্লাবের সভা হয়। ক্লাবের বাহিরে মোটা অক্ষরে লাল কালিতে লেখা "ধূমপান নিষেধ"। ঘরে মাদুর পাতা, নরেন দা' মাঝখানে বসে সবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—"ভাই সব, কারো কাছে কোনরূপ সাহায্য না নিয়ে, চাঁদা আদায়ের ফর্দ্দ নিয়ে লোকের বিরক্তি উৎপাদন না করে নিজেরা গুরুদেবের উপদেশপূর্ণ রচনা ও কবিতা পাঠ ক'রে আবৃত্তি ক'রে তাঁহার জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয় কিনা সবকে দেখাতে হবে।" জিতু দাঁড়িয়ে সবিনয়ে বলে উঠলো "নরেন দা, আমার মেসো মশায় বলেছেন আমাদের ক্লাবের উৎসবে তিনি ১৫৲ দিবেন।" নরেন দা, উত্তর দিলেন—"তোমার মেসো মশায় ভেড়ার দলে বাছুর সেজে ১৫৲ লাগিয়ে মোটা টাকা কামাবার 'ফরম্যুলা' বেশ জানেন। আমাদের "বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির" কমসে কম ১৫০৲ দেড়শ টাকা উদরসাৎ ক'রে আবার এই ক্লাবের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে রোজগারের ফন্দী করছেন। তাঁদের মত ঝানু "পেশাদার দেশ-দরদীর" মুগুর হবে আমাদের "দুর্নীতি-মুদ্গর ক্লাব"। নরেন দা' আরও বলিলেন "মিনমিনে, নপুংসক, ভাল মানুষ, নির্লিপ্ত মেম্বর আমাদের ক্লাবে কেহ থাকিলে, তাহাকে বাহির করিতে হইবে। যে মানুষ অন্যায় করিবে না, এবং অন্যায়কারীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিবে না শুধু নয়, তার নিজের বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও অন্যায়ের প্রতিবাদে ও প্রতিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হইবে, তেমন ভাল মানুষই দেশ আজ চায়। এইরূপ মানুষ কম হইলেও দেশের হাওয়া বদলাইয়া দিতে পারে। পয়সাওয়ালা চোরাকারবারীর দ্বারস্থ হবার যার প্রবৃত্তি আছে, সে যেন আমাদের ক্লাব ছেড়ে দেয়। আমরা হিত কথা শুন্‌তে বা "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা" বলে ভাড়াটে বক্তা চাই না। বক্তা তাঁর বক্তৃতানুযায়ী নীতি নিজের জীবনে মানিয়া চলিয়াছেন কতদূর, তাহা বিচার করিয়া তাহাকে বলিতে হইবে—আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখাবে। রঙ্গমঞ্চের নটী সাবিত্রীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তার মত পাইকারী দরে সত্যবানের সেবা করিলে সাবিত্রী হওয়া যায় না। কলির ত্রাণকর্ত্তা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মাতালের কাছে শুনিতে হইয়াছিল—

"ভাগবত পড় নিমাই পণ্ডিতবর !
সকলকে বুঝাতে পার মায়ে কেন ছাড়ো ?"

মদ

—•—

মদ মানে 'গর্ব্ব' আর মদ মানে 'মদ্য'। বর্ত্তমান সরকারের অনেক কর্ণধার উভয় অর্থযুক্ত মদেই মত্ত। তাঁহাদের পদগর্ব্ব ও তাহার উপর মদ্যপানজনিত মত্ততাও পরিলক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেন্টের লাইসেন্সের কর্ণধারগণের অনেকে ও ব্যবসায়ীরা অনেকে আজকাল ক্লাবে সমবেত হইয়া মদের গ্লাস হাতে নিয়া পারমিট লাইসেন্স প্রভৃতি স্থির করিতেছেন। চাকুরী দান ব্যাপারেও ক্লাবের টেবিল ও গ্লাস বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। স্বাধীনতার পর 'ক্যালকাটা ক্লাব' প্রমুখ আড্ডায় গাড়ী আমদানী দেখিলেই তাহা বুঝিতে কঠিন হইবে না। এই সব যথেচ্ছাচারীকে কেহ দণ্ড দিতে পারিবে না ইহা যেন কেহ মনে না করেন। কৃতী পূর্ব্ব পুরুষের নিকট এই মধুর স্বভাব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষানুক্রমে কুলগৌরব বৃদ্ধি করিয়াই চলিবেন। আমরা স্থানান্তরে "বটল্ সার্কাস" নামে একটি সচিত্র ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করিলাম।

সূচ্যগ্র মৃত্তিকা

—০—

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন পশ্চিম বাঙলাকে সূচ্যগ্র পরিমাণ মৃত্তিকাও দেওয়া হইবে না। মহাভারতেও সূচ্যগ্র মৃত্তিকার কথা উল্লেখ আছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেন নাই—বলিয়াছিলেন দুর্য্যোধন। তিনি পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র (ছুঁচের আগায় যতটুকু ধরে) পরিমাণ মৃত্তিকাও দিবেন না। এখন শ্রীমান্ সুখেন্দুবিকাশ দাস্ প্রাণ দিবার জন্য তাহা হাতে করিয়া দিতে উদ্যত। বাঙলা যে প্রাণত্যাগ করা পুত্রে পুত্রবতী তাহার নিদর্শন দেখা যাইতেছে মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণ-দান হইতে। স্বাধীনতালাভের পর বিহারী নেতারা আইনসভায় গুড় ব্যবসায়ীদের বিনা দণ্ডে সৎকর্ম্মের দায়ে রেহাই দিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এবারে ডাক্তার সিংহ ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙলার হৃত অংশের রক্ষক (Receiver of stolen property) হইয়া জন্মভূমির দরদ দেখাইয়া ছাড়িলেন।

"যথাসর্ব্বস্ব তোমার চাবি কাঠিটি আমার"

—০—

শেখ আবদুল্লা চান কাশ্মীর ও জম্মুর ভারত-ভুক্তি। জম্মুর প্রজাপরিষদ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ও দাবী বিনাসর্ত্তে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি। শেখ আবদুল্লার প্রাণপণে উহা দমনের চেষ্টা ও জহরলালই বা উহা সমর্থন করিয়া অমানুষিক অত্যাচারের কারণ হইতেছেন কেন? কাশ্মীর যদি ভারতের প্রদেশ হয়, তবে উহার উপর সুপ্রীম কোর্টের অধিকার নিশ্চয় আছে। কিন্তু শেখ আবদুল্লার কার্য্যে উহা অনুরূপ বলিয়া মনে হয় না কি? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশে ভারতীয়ের প্রবেশের অধিকার কি নাই! যদি না থাকে তবে উহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া মনে হয় না কি? যে কাশ্মীরের রাষ্ট্রবিধি আলাদা, পতাকা আলাদা, এবং সুপ্রীম কোর্টের অধিকার ইহার উপর আছে কি না। অতএব ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের এই গ্রেপ্তার যেন একটা মস্ত সমস্যা সমাধান করিবে।

বটল্ সার্কাস

ভূতলে বোতলে যা আছে আরাম
এমন কিছুতে নাই।
এ বোতল সেবা করে নাই যেবা
কি করিল দুনিয়ায়।
বোতল-বাসিনী, সন্তাপ-নাশিনী,
দেব আরাধিতা দেবী।
এক বাক্যে ইহা করিবে স্বীকার
যতেক বোতল সেবী।
এই ধরাধামে বোতলের নামে
প্রাণটা যাহার নাচে।
জুরি ঘোড়া গাড়ী বাড়ী জমিদারী
তুচ্ছ তাহার কাছে।
খেলে দুই ঢোক যায় পুত্রশোক,
সব দুঃখ যায় মুছি।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে বিষ্ঠা ও চন্দনে
সমভাবে হয় রুচি।
মদিরাসাধন বোতলারাধন,
ক'জন করিতে পারে?
পারে যেই জন সেই মহাজন
ধন্য ধন্য এ সংসারে।
সাধন প্রণালী শুন সবে বলি
প্রথমে গোপনে খাবে,
সাধনের বাধা বাবা খুড়ো দাদা
ক্রমে সবে মারা যাবে।
পিতৃ-বন্ধু যারা বিঘ্ন বটে তারা
সর্ব্বদা রহেনা কাছে,
কারণ করিয়া থাকিবে সরিয়া
টের পায় তারা পাছে।
সহধর্ম্মিণী সাধনে বাদিনী
বাধা দিয়ে কত কবে
রুক্ষ বাক্যে তারে অথবা প্রহারে
দুরস্ত করিতে হবে।
বন্ধু বান্ধবে মানা করি সবে
সাধন করিবে রোধ।
বলিও সবায় খেয়ে দেখ ভাই
হইবে আরাম বোধ।
দু' একটী ডোজ খেতে দিও রোজ
তাহারা হইবে চেলা।
সে সব পাজিরা বাড়ীতে হাজিরা
দিবে রোজ দুই বেলা।
মাংস চপ আদি কাটলেট রাঁধি
করিয়া তাহাতে চাট।
পাঁচ দোস্ত মিলে হইবে খাইলে
প্রাণটা গড়ের মাঠ।
এর সঙ্গে চাই খেমটা কিম্বা বাই,
তা'হলে ক'দিন বাদ।
ঘুচে যাবে সব বিষয় বিভব
লোকনিন্দা অপবাদ।
পুত্রকন্যাগণে রবে অনশনে
'কেয়ার' ক'রোনা তাতে।
স্ত্রীর আঁখিজলে মন যদি টলে
বিঘ্ন হবে মৌতাতে।
পত্নীরে মারিয়া লইবে কাড়িয়া
যত তার অলঙ্কার।
তোমার বলিতে এ ঘোর কলিতে
রাখিও না কিছু আর।
লজ্জা তোমারে ছাড়িয়া চলিবে
সজ্জা রবে না কিছু।
চারিদিক হ'তে দেখিবে তোমার
বোতল ছুটিছে পিছু।
চারিদিকে দেখো সুনাম তোমার,
লোক মুখে যাবে রটি।
মরিবার কালে রাখিয়া যাইবে
খালিয়া বোতল ক'টি।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২০।

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৴০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।